REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর
সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২০শে আশ্বিন বুধবার ১৩৪৪ ইংরাজী 6th October 1937 | ২:শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ১৴০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় বিনামূল্য ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মণিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন:।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ
প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও
নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।
১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৩ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এ।, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃত উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি, এস, ইত্যাদি ; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এম, চৌধুরী, আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥০, ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাঙো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ
গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫।০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

বি-পু-ল আ-য়ো-জ-ন
গ্রামোফোন
মেসিন
॥

রেকর্ড
ও
নানাবিধ সরঞ্জাম
সকল রকম গ্রামোফোন মেসিন ও রেকর্ড পাইবেন।

ডি, পি, গাঙ্গুলী
জঙ্গিপুর এজেন্সী
রঘুনাথগঞ্জ — চাউলপটী

ব্রজশশী
আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয়
ঔষধ প্রাপ্তির ও চিকিৎসার বিশ্বাসযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
(স্থাপিত—সন ১৩৩২ সাল)
ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রতিষ্ঠাতা ও চিকিৎসক—
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় বি-এ, কবিরত্ন
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২০শে আশ্বিন বুধবার সন ১৩৪৪ সাল।

পূজাবকাশ

চির প্রথানুসারে শ্রীশ্রী৺শারদীয়া মহাপূজা উপলক্ষে আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণের নিকট হইতে দুই সপ্তাহের অবকাশ গ্রহণ করিলাম।

দুর্গোৎসব

শব্দটী পুরাতন।

"কালীপূজা" "শিবপূজা" "সরস্বতী পূজা" "লক্ষ্মী পূজা"—কিন্তু "দুর্গোৎসব"। "দুর্গাপূজা" বড় কেহ বলে না। বলে দুর্গোৎসব; এবং এই শব্দটী শারদীয় মহাপূজার কয়েকটী দিনের প্রকৃত পরিচয় দিয়া থাকে।

পূজা মাত্রই উৎসব, কিন্তু শারদীয়া মহাপূজার বৈশিষ্ট্য আছে। বর্ষের এমনই একটা সময়ে দেবীর পূজানুষ্ঠান হয়, যে সময় প্রকৃতি অপার সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। বর্ষান্তের জলধারা বিধৌত স্নিগ্ধ চিক্কণ বনরাজি, পরিপূর্ণ তোয়ভার মুখরা নদী, অজস্র উৎপল-শেফালী-কাশ অতসী কুসুমের সমারোহ, নির্ম্মেঘ নীলাকাশের নবোদ্গত ছায়াপথ, প্রভাতের অপূর্ব্ব পীত-রৌদ্র, দিক্ হইতে দিগন্ত বিস্তৃত সমীর-চঞ্চল চেলাঞ্চলের মত আন্দোলিত স্বর্ণাভশালি ধান্যের ক্ষেত—ইহা শরতের। প্রকৃতির এই সুপ্রচুর শোভা সমারোহের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র দেবীর বোধন করিয়াছিলেন—শুনিয়াছি তাহা অকাল বোধন। কিন্তু অকাল-বোধন ইহা নহে—যথাকালেই বোধন হইয়াছিল এবং অপূর্ব্ব শরৎকালেই জাতির সর্ব্বোত্তম উৎসব দুর্গোৎসবের প্রবর্ত্তন শ্রীরামচন্দ্র করিয়াছিলেন।

তাহার পর হইতেই বাঙ্গালীর গৃহে এই শরৎকালে দেবীর বোধন এবং পূজার উৎসব হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর সমাজ জীবনের সহিত এই উৎসব ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। দুর্গোৎসবের আনন্দ উপলক্ষিতে ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালের মধ্যে কোন দিন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া দাঁড়ায় নাই। হাড়ি ও ডোম সোৎসাহে প্রতিমার বাঁশ ও খড় যোগাইয়াছে; কুম্ভকার মূর্ত্তি গড়িয়াছে, ব্রাহ্মণ পূজা করিয়াছে, বাদ্যকর মুচি বাদ্যধ্বনি করিয়াছে। বিসর্জ্জনের সন্ধ্যায় জেলে, মাঝি, কুলি-মজুরের ডাক পড়িয়াছে, তাহারা দেবীকে বহিয়া পল্লী প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিয়াছে। মাতৃপূজার উৎসবে সকলেরই অংশ আছে, মা কাহাকেও উৎসব হইতে বঞ্চিত করেন নাই। এই হিসাবে দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব।

দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর সমাজ জীবনে শাশ্বত হইয়া এবং দেবী আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের হৃদয়ের শক্তিরূপে অধিষ্ঠান করুন—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

আবাহন

—:০:—

মহারাজ চক্রবর্ত্তী নৃপতি সুরথ
যাঁর পূজা করি হয় পূর্ণ মনোরথ,
যা, পূজি সমাধি বৈশ্য মোক্ষলাভ করে,
যোগিগণ ভাবে যাঁরে নিয়ত অন্তরে,
রামচন্দ্র পূজি যাঁরে বধি দশাননে
মুক্ত করে বন্দী সীতা অশোক কাননে,
দ্বৈত বনে, পাণ্ডবেরা করি যাঁর স্তব
ভুলে যেতো নির্ব্বাসন দুঃখ জ্বালা সব;
সেই তুমি জননী গো দুর্গতি-নাশিনী
দুর্গা দেবী মহাশক্তি চৈতন্য রূপিনী।
অষ্টোত্তর শত সংখ্যা সুনীল উৎপল
কমলআঁখি রামচন্দ্র মাখি আঁখি জল
চরণ কমলে যাঁর দিল ভক্তিভরে
কে আনিতে যাবে তাহা মান সরোবরে?
মহাব্যোমে বায়ুস্তর বলে করি ভেদ
ব্যোম গঙ্গা বারি আনি স্নানে মুক্তস্বেদ
কে তোমা করিবে মাগো! তোমার পূজার
পদ্ধতি-মতন দ্রব্য আনে সাধ্য কার?
দরিদ্র আগারে কি মা! রাজ উপচারে
রাজ রাজেশ্বরী পূজা কভু হ'তে পারে?
এ পূজা পদ্ধতি যারা করিল প্রচার
তারা যে মহৎ কত সীমা নাই তার।
ভক্তি যদি থাকিত মা দোষ ত্রুটি ভুলি
হয়তো দীনের গৃহে দিতে পদধূলি
তারও যে অভাব, আমি কোন পথে যাই
দয়াময়ী! নিজ গুণে রাখ রাঙা পায়
নতুবা উপায় কিছু দেখিনা মা আর
অরণ্যে রোদনই বুঝি হবে মাগো সার।
মনে প্রাণে দেহে যদি না দিবি মা বল
তা হ'লে জননি! তোরে পুজেই বা কি ফল!
চির ভাগ্যহীনই যদি, রব মোরা সবে
তা হ'লে মা তোর পূজা করি বা কি হবে?
তথাপি যে মন মাগো মানে নাক তাই
ব্রহ্মাদি বন্দিত তোর পূজি রাঙা পায়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আগমনী

—:)•(:—

কেন বা আজিকে সাজিছে প্রকৃতি
বিভোর হইয়া রঙ্গে,
কেন বা বিটপি লতিকা ভূষিত
ক'রেছে আপন অঙ্গে;
বনে উপবনে মলয় পবনে
ঝরিছে কুসুম রাশি,
প্রবাহিনী জল কেন বা নির্ম্মল
মলিনতা যত নাশি;
পাখীর কূজনে ভ্রমর গুঞ্জনে
নদীর কল্লোলে মিশি,
ভূধরে কাননে সলিলে পবনে
আসিছে সু-রব ভাসি;
শিশির সিক্ত ধান্য ক্ষেত্র
দুলিছে মৃদুল পবনে,
কেন বা আজিকে আনন্দের রোল
উঠিছে ভবনে ভবনে।
নাশিতে সবার দুঃখ দৈন্য ভার
আসিছে মোদের জননী,
তাই বুঝি ওরে সুন্দর বেশে
সজ্জিতা আজি অবনী;
কাননে ভবনে মলয় পবনে
তাই উঠে স্তুতি গান,
তাই বুঝি আজ আনন্দে পূর্ণ
হ'য়েছে সবার প্রাণ।
অকালে জননী আসিছেন ঘরে
বড় শুভ দিন ওরে,
পতিত দলিত সকলের লাগি
মন্দির খুলে দেরে—
আপন আপন যার যা কামনা
ফেলে দিয়ে বহু দূরে,
সকলে মিলিয়া জননীর কাছে
মুক্তি যাচিয়া নেরে।
মোদের সবার কাতর মিনতি
পূর্ণ করিবে জননী,
তা হ'লেই পুনঃ নূতন হরষে
হরষিতা হবে অবনী।
সম্মানে বিজ্ঞানে গণেশের সম
কার্ত্তিক সম বীরত্বে,
সরস্বতী সম সহস্র বিদ্যায়
লক্ষ্মীর সম বিত্তে;
হইব আবার আছি যত মার
অভাগা পুত্র কন্যা,
পাপ দূর হবে জগৎ হইতে
অবনী হইবে ধন্যা।

শ্রীকালিদাস শীল
পাইকর।

মা'র আগমনে

—:০:—

মহা আড়ম্বরে বহু ধূমধামে
আসিছে মা দশভূজা।
হাসি মুখে মোরা সকলে মিলিয়া
করিব মায়ের পূজা॥

মোরা বড় দীন অন্নাভাবে ক্ষীণ
চলিতে শকতি নাই।
তবুও কিন্তু তোর আগমনে
সব দুখ ভুলে যাই॥

গজের উপর আসছ মা তুমি
দোলায় যাবেগো চলি।
বিনা অপরাধে বহু ছাগ শিশু
তোর কাছে হবে বলি॥

অভাবের বশে শিক্ষিত জন
করে কত অপকর্ম্ম।
কেন মা তুমি যে করিলে এ দশা
বুঝিনা ইহার মর্ম্ম॥

হিঁদু মোসলেম এ দুই জাতির
হৃদে হয় কত সুখ।
চারিদিকে উঠে আনন্দের রোল
সকলেরই হাঁসি মুখ॥

ব্যবসিকগণে পুলকিত মনে
চেয়ে আছে আশা-পথ।
তোমার আশীষে যেন গো তাদের
পুরে সব মনোরথ॥

মহিমা তোমার বুঝা নাহি যায়
কত যে করিছ ছল।
এ সুখের দিনে বহু হতভাগা
ফেলিছে চোখের জল॥

সাধ্য যা মোদের পূজিব তোমারে
রাখিবনা কিছু বাকী।
তোর আগমনে যেন ক'টা দিন
হরষিত হয়ে থাকি॥

শ্রীঅমলকুমার পণ্ডিত।

বোধনে

বরষের পরে দুর্গতিহরা আসিছে বঙ্গে আজি,
প্রতি ঘরে ঘরে তাই কি উঠেছে বোধন শঙ্খ বাজি?
বরষার হাসি গিয়াছে থামিয়া
শরৎ এসেছে নীরবে নামিয়া,
হস্তেতে তার লীলা পঙ্কজ—অধরে মধুর হাসি,
কণ্ঠে দোদুল শেফালী মাল্য—অঞ্চলে যুথী রাশি।

বঙ্গের এবার শ্যামল অঙ্গে নূতন মাধুরী ফুটে,
গানে গুঞ্জনে কল কুহরণে সে যে চমকিয়া উঠে।
আতট-পূর্ণ-তটিনীর জল
হাসে সরসীতে সিত উৎপল
পীত রৌদ্রের কনক কিরণে আজি পূর্ণিত দিক।
সবিতার পানে স্থল কমলিনী চাহিয়া নির্নিমিখ।

আমরা যদিও হয়েছি নিঃস্ব, প্রকৃতি নিঃস্ব নয়,
উদ্বেল তার হৃদি কন্দরে সুধার উৎস বয়।
সেত নাহি বুঝে মানবের ব্যথা,
সে শুধু বহিছে সুখের বারতা,
অক্ষয় হায় ভাণ্ডার তার চূণী পান্নায় ভরা,
লাস্য তাহার লুব্ধ নয়নে নেহারে বসুন্ধরা।

জননি! তোমার আগমনে আজি যদিও প্রকৃতি হাসে
মোদের কিন্তু আঁখি পল্লবে ভাদরের ধারা আসে।
কোথায় আসিবি? কি দেখিবি আর?
আমরা নহি ত সেই আগেকার,
সদা কুণ্ঠিত ধূলি লুণ্ঠিত রোগে শোকে ম্রিয়মান,
প্রাণ আজি হায় উঠেনা ত মাতি শুনি এ বোধন গান।

আজ কি মা তুই পারিস্ চিনিতে তোর এ বাঙ্গলা দেশ,
গ্রহিয়াছে সে যে শ্মশান শয্যা—পঞ্জর অবশেষ।
আজ রাজরাণী ভিখারিণী হায়,
নয়নের নীরে দুকুল ভাসায়,
ছিন্ন বসনা রুদ্ধ রসনা রুক্ষ কেশের ভার,
প্রতি নিশ্বাসে উঠে উচ্ছ্বসি হৃদয়ের হাহাকার।

চরুতে দেয় না সু-রসাল ফল, গোলাতে নাহিক ধান,
কঁড়ে ভরা দুধ সাধের শ্যামলী নাহি করে এবে দান।
সরসীতে আর সাঁতারেনা মীন,
খাটেনা কৃষক মাঠে অহর্দিন,
আধি ব্যাধি আর দুর্ভিক্ষের ভীষণ নৃত্য বলে,
নিঠুর চিন্তা দেহের শোণিত শুষি লয় পলে পলে।

কি দেখিতে মাগো আসিলি হেথায়, কি দেখিবি আর বল,
দেখার তৃষ্ণা মিটিবে কি তোর নেহারি অশ্রু-জল?
কি দিয়া পূজিব কিবা আছে আর?
হেথা বুকভরা শুধু হাহাকার
নির্জ্জীব যারা রয়েছে পড়িয়া প্রাণহীন অচেতন,
তাহারা কেমনে প্রবুদ্ধিবে মা তোমার উদ্বোধন?

পারিস যদি সে মৃতেরে জিয়াতে অমৃত প্রলেপ দিয়া,
হরিতে দুরিত, হে দুরিতহরা মর্ম্মের পথে গিয়া
তবে ফিরে আয় এ ঘরে আবার,
থাকুক দৈন্য কালিমা অপার,
সকলি তুচ্ছ করিব জননি! বাজিবে বক্ষে বোধন সুর,
উঠিবে জাগিয়া ত্যজিয়া শয্যা সন্তান তব তন্দ্রাতুর।

—ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বুদ্ধির জোর

[শ্রীসুমতীবালা মজুমদার]

(১)

সেবার পূজার ছুটীতে দেশে যাচ্ছিলাম। শেয়ালদ' ষ্টেশনে এসে ভীড় দেখে বাড়ী যাওয়ার আশা সে দিনের মত একরকম ছেড়ে দিয়েছিলাম, শুধু শৈলেনের পাল্লায় পড়ে গাদা গাদা লোক ঠেলে প্লাটফরমে ঢুকতে হ'ল। প্লাটফরমে সমুদ্রের মত জন-স্রোত দেখে আর গাড়ীর ভেতর গাদাগাদি আরোহী দেখে মনে যেটুকু বা আশা ছিল, তাও গেল। শৈলেন আমাকে টানতে টানতে একটা গাড়ীর সামনে থেকে অন্য গাড়ীর সামনে নিয়ে যেতে লাগল। বৃথা আশা, গাড়ীতে তিল পরিমাণ স্থানও ছিল না। হতাশ ভাবে বলিলাম—"আর কেন ভাই, ফিরে চল। আজকের মত যাওয়ার আশা ছেড়ে দাও।" শৈলেন বলিল—"দূর তাও কি হয়—আজ আমি মরিয়া হয়েছি। আজ যাবই।"

গাড়ীর ঘণ্টা হল। শৈলেন জোর করে আমাকে নিয়ে একটা কামরার মধ্যে ঢুকল। আমাদের বেগ সামলাতে না পেরে কতকগুলি আরোহী পড়ে গেল। গাড়ীর মধ্যে মহা গোলযোগ পড়ে গেল। যারা পড়ে গিয়েছিল তারা নানা রকম বিশেষণ যোগ করে আমাদের মিষ্ট সম্বোধন করতে লাগল। আমরা কোন কথা না কয়ে সেই গোলমালের সুযোগে দুটী দাঁড়াবার স্থান করে নিলাম।

"কি গরম বাপ্‌রে বাপ্! জামা কাপড়গুলো সব ভিজে গেছে" বলিয়া শৈলেন সার্টের বোতাম খুলিতে লাগিল।

আমি বলিলাম—"কতক্ষণ এমন করে থাকবি?"

—"ব্যস্ত কেন, গাড়ীটা একবার ছাড়ুক, বসবার যায়গা হবে এখন"—সোজাভাবে শৈলেন উত্তর করিল।

(২)

হু হু করতে করতে চাঁদপুর মেল উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়ল। বাতাস গায়ে লাগতে লাগল—বড়ই আরাম বোধ করিলাম। নিজেদের পূর্ব্ব অবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছি এমন সময় দেখি শৈলেন অজ্ঞান হয়ে কতকগুলি লোকের উপর পড়ে যাচ্ছে।—ঝাঁ করে তাকে ধরলাম কিন্তু রাখতে পারলাম না। কতকগুলি লোককে নিয়ে সে গাড়ীর পাটাতনের উপর পড়ে গেল।—"কি হ'ল কি হ'ল"—গাড়ীর মধ্যে একটা রব উঠিল। বহু আরোহী স্থানত্যাগ করে ঠেলাঠেলি করিয়া দেখিতে আসিল। দরদী আরোহী যারা তারা ধরাধরি করে শৈলেনকে তুলে নিজেদের বসবার বেঞ্চে শুইয়ে দিল। শৈলেনকে বেঞ্চে শোয়াইবার পর একজন আরোহী বলিল—"ইনি কি আপনার লোক মশাই?"

—হাঁ

—এঁর কি মিরগির ব্যারাম আছে?

—না,—এই গরমে বোধ হয় সর্দ্দিগর্‌মি হয়ে থাকবে।

—ওর মাথাটা কোলে করে একটু বসুন না মশাই আমরা না হয় একটু দাঁড়িয়ে থাকি।

আমারও বসবার নিতান্ত দরকার হ'য়ে পড়েছিল আর শৈলেনের এই অবস্থা দেখে মনে বড় ভয়ও হয়েছিল,—তা যা হোক, আমি শৈলেনের মাথাটী কোলে নিয়ে বসলাম।

(৩)

কত দেশ কত প্রান্তর কত ষ্টেশন পেছনে ফেলিয়া চাঁদপুর মেল বিজয়ীর ন্যায় আনন্দ ধ্বনি করিতে করিতে রাণাঘাটে আসিয়া থামিল।—বহুলোক নেমে গেল—গাড়ীটা প্রায় খালি হয়ে গেল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত শৈলেন চোক বুজে ছিল, এবার চোখ ডল্‌তে ডল্‌তে উঠে বস্‌ল।

—"কোন ষ্টেশন রে?"

—রাণাঘাট, তুই ঘুমো।

—সত্যি ভাই বড্ড ঘুমিয়েছি। এতক্ষণ তোর কোলে মাথা ছিল—কোন কষ্ট হয়নি তোর?

—কষ্ট খুবই হ'ত যদি এখনও তুই না জাগতিস্।

—কেন আমার কি হয়েছিল?

আমি আদ্যোপান্ত সব কথা বলিলাম। শুনিয়া শৈলেন হাসিতে লাগিল। তারপর বলিল আচ্ছা বোকা তো তুই।

—কি রকম?

—আরামে বসে আছিস্ কি ক'রে এখনও বুঝতে পারছিস্ না? ওটা একটা চাল। আমি ইচ্ছে করেই বসবার যায়গা করবার জন্যে ঐ বুদ্ধিটা খাটিয়েছিলাম।—শৈলেন হাসিতে লাগিল।

মহৎ

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

যিনি মহৎ, জনসাধারণের ভাব প্রবাহের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সংযোগ আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি তাঁহার স্বীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া সকলের গতি অনুসরণ করেন না।

যিনি মহৎ, তিনি যেমন চিন্তায় স্বাধীন তেমনি কার্য্যে স্বাধীন। কোন প্রতিকূল স্রোতেই তাঁহার সেই স্বাধীনতাকে প্রতিহত করিতে পারে না।

মহৎ চিরদিনই শান্তিপ্রিয়। সংগ্রাম করা অথবা কোলাহল করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। শ্রেষ্ঠ যে, জীবনের কার্য্যাবলী তাঁহার অসাধারণ হইলেও, জীবনধারণের প্রণালী তাঁহার অতি সাধারণ।

মহতের নিকট সকল জীবই সমান সহানুভূতি লাভ করে। করুণায় ও অনুরাগে তাঁহার হৃদয় শীতল। ক্রূরতা বা ঘৃণা তাঁহার অন্তর কলুষিত করিতে পারে না। হিংসা তাঁহাকে দাহ করে না। প্রত্যেক জীবেরই আত্মা পুণ্যময়, তাই তিনি সকলের মধ্যেই পুণ্যের ছবি দেখিতে পান। অর্থ বা সম্মানের মোহে তিনি কাহাকেও ভালবাসেন না; ভালবাসাই তাঁহার স্বভাব।

মহৎ, নীরবে আঘাত সহ্য করেন, ভগবানের কার্য্যে প্রতিবাদ করিয়া মনকে কখনও মিথ্যা সান্ত্বনা দেন না।

যিনি মহৎ তাঁহার ভিতরে আত্মম্ভরিতা নাই। জয়-পরাজয় অথবা প্রশংসা-নিন্দা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি অপরকে শিক্ষা দিতে উৎসুক নন, কিন্তু অপরের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র। ভুল সংশোধন করিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। বরং লোকমতের ভয়ে ভুলকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকাকেই জীবনের মহাভুল বলিয়া মনে করেন।

শ্রেষ্ঠ যে, তিনি কোন পুরস্কারের আশায় পরিশ্রম করেন না। তিনি জানেন পরিশ্রমের ভিতরই একটা বিশেষ আনন্দ আছে। সময়ের অপ্রাচুর্য্যের জন্য তিনি কখনও আক্ষেপ করেন না।

* * * *

যিনি মহৎ, সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক তিনি। তিনি নিজে মধুর,—তাঁহার সমস্ত কার্য্যই একটা বিচিত্র মাধুর্য্য সৃষ্টি করে।

দ্বারকানাথ শীল্ড ফাইনাল

(প্রাপ্ত পত্র।)

গত ২রা অক্টোবর নিমতিতায় দ্বারকানাথ শিল্ড প্রতিযোগিতার শেষ খেলা হইয়া গিয়াছে। জঙ্গীপুর করোনেশন এফ, সি, এবং সাহেবগঞ্জ হর্ণেট্ এফ, সি,—এই দুই দলের মধ্যে ফাইনাল খেলা হয়। খেলার প্রারম্ভে সাহেবগঞ্জ দলের এস, মজুমদার একটি গোল দেয় এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই জঙ্গীপুর করোনেশন তাহা শোধ দেয়। এই গোলটী জে, রহমান অতি সুন্দররূপে হেড করিয়া দিয়াছিল। খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধে সাহেবগঞ্জ দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড পি, মজুমদার পুনরায় একটী গোল দিয়া খেলার মীমাংসা করিয়া দেয়। এই প্রতিযোগিতা দেখিবার জন্য বহু জনসমাগম হইয়াছিল। জঙ্গীপুরের মহকুমা হাকিম, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মৈত্র এম, এ মহোদয় খেলাশেষে সভাপতিত্ব করেন এবং উভয়দলের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করিয়া দেন।

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য
সংরক্ষণের অভিনব
প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়ম স্নো

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্মত আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্মজনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেন:—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কারখানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৬২ বি, বি।

সোল এজেন্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

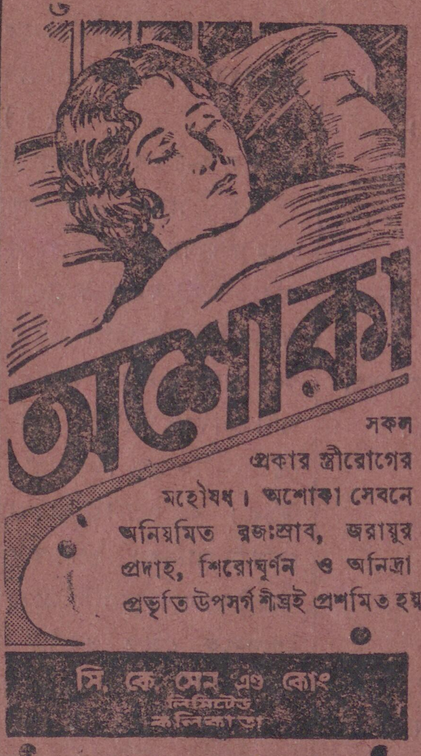

এখানে মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর !

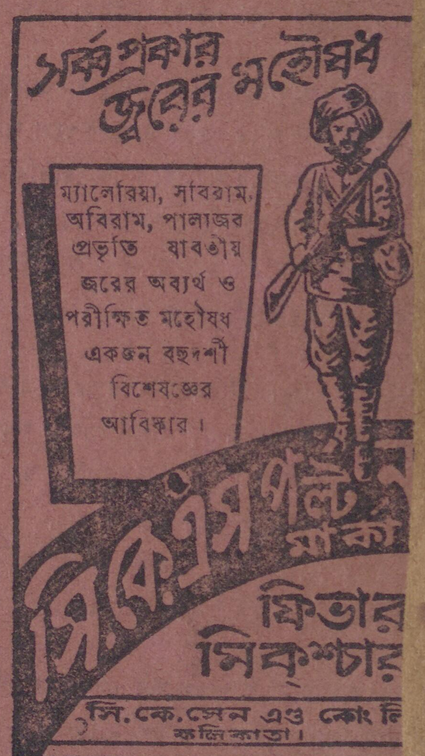

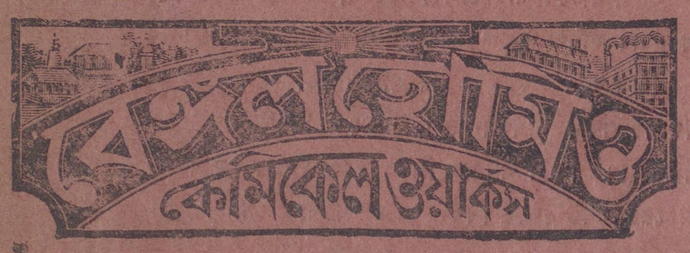

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র **অপেরীণ** ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমুল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মুল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১০৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। মুল্য ৷৶৹ প্রাহার মালিষ সমেত ১৲

ভাইট্যালী—জীবনীশক্তিবর্দ্ধক !

ইহা সেবনে—প্রমেহজনিত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মাথাঘোরা, শারীরিক শীর্ণতা, অম্ল, অজীর্ণ, প্রস্রাবের দোষ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, অর্শ, এবং স্ত্রীলোকদিগের বাধক, শ্বেত ও রক্তপ্রদর এবং সূতিকা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মূল্য ১৲ মাত্র। ১ শিশিতে প্রায় ১ মাসের ঔষধ থাকে।

প্রাপ্তিস্থান **ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্**
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

সন ১৩৪৩ সালের ক্যালেণ্ডার বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে

হোমিও ঔষধ ! হোমিও ঔষধ !!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৴৹, ২০০ প্রতি ড্রাম ৴৫ মাত্র। উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয় হয়। প্রতি টাকায় ৴৹ কমিশন বাদ

প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ) রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপটি, (মুর্শিদাবাদ)

সকল প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ। অশোকা সেবনে অনিয়মিত রজঃস্রাব, জরায়ুর প্রদাহ, শিরোঘূর্ণন ও অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ শীঘ্রই প্রশমিত হয়

সি. কে. সেন এণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ

ম্যালেরিয়া, সবিরাম, অবিরাম, পালাজ্বর প্রভৃতি যাবতীয় জ্বরের অব্যর্থ ও পরীক্ষিত মহৌষধ একজন বহুদর্শী বিশেষজ্ঞের আবিষ্কার।

সি. কে. এস পল্টন মার্কা
ফিভার মিক্শ্চার
সি. কে. সেন এণ্ড কোং লি
কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ,
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ:—শ্যামবাজার (মার্কেট) কলিকাতা * ২১৩ বৌবাজার (কলিকাতা) ৬৭।৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড (বড়বাজার) কলিকাতা * চট্টগ্রাম * জমসেদপুর (সাকচী হাইওয়ে) বিহার * তিনসুকিয়া (আসাম) * গৌহাটী (আসাম) * দিনাজপুর * পাটনা (বিহার) পাটুয়াটুলী (ঢাকা) * বগুড়া * বর্দ্ধমান * ভাগলপুর (বিহার) * মানিকগঞ্জ * মেদিনী... রেঙ্গুন (২০২ লুইস ষ্ট্রীট) ব্রহ্মদেশ * লাহোর (পাঞ্জাব) * সিঙ্গাপুর (মালয় দেশ)।

লণ্ডন এজেন্সি—হাই-হল্‌বরণ * কলম্বো (সিলোন)।

সর্ব্ববিধ ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে আমার নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। বিস্তারিত অবস্থা জানাইলে যত্নের সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ * বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ সের ...
শুক্রসঞ্জীবন সের ১৬৲ * অবলাবান্ধব যোগ ১৬ মাত্রা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।